

প্রসংগঃ তসলিমা

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় বাংলাদেশের লেখক তসলিমা নাসরিনের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। টরোন্টো শহরে এখন সামারের আমেজ, চারিদিকে উৎসব- আগামী পহেলা জুলাই এখানে **”বাংলা মেলা”** অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই উপলক্ষ্যেই ছোট একটা লেখা লিখতে ইচ্ছে করছিলো কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি নিয়ে লিখবো, কি বলার আছে? নিরিবিলি এই দুইঘরে আতিপাতি করে নিজের সাথে কথা বলি -- এত অজস্র কথা / বাসনা /ইচ্ছে অনিচ্ছার দোলাচলে এই জীবন, জীবনের সব স্বপ্নকে বাজী রেখে বিদেশের মাটিতে পড়ে আছি তাও প্রায় তিনবছর হতে চলছে কিন্তু সামান্য কিছু কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না? কেন এমন হচ্ছে? দীর্ঘ বিকেলের আমেজ এখন, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা বাইরে ঝকঝকে রোদ, আমার একমাত্র সন্তান অন্য একটি পরিবারের সাথে ঘুরতে গেছে, আমি আমার সাজানো সংসারে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে প্রিয় ল্যাপটপের সামনে বসি। মাত্র এক সেকেন্ডের ক্লিককেই চোখের সামনে চলে আসে প্রিয় মাতৃভূমির সবগুলো খবর, সেখানেই আজ ছাপা হয়েছে তসলিমা নাসরিনের সাক্ষাৎকার, কাজটি সাহসের সাথে করেছে আমাদের বন্ধু নাহিদ সুলতানা। সারা বিশ্বের অনেকগুলো জায়গাতেই আজ তসলিমার কারণে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পরিচিত, ওর অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করার আগে আজকে বাংলাদেশে যেসব অপরাধীদের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের কথা কি একটু মনে করতে পারি? তুলনাটা আমার মনে খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে এলো। জনগনের ভোটে নিবার্চিত হয়ে যে শাষকগোষ্ঠি একটি দেশকে নানান প্রক্রিয়ায় ধর্ষন করেছে তাদের তুলনায় কি তসলিমার অপরাধ খুব বেশী? প্রশ্নটা খুব ঘৃণা নিয়ে বার বার উচ্চারণ করে উত্তর পেতে চাই, কোথায় বাংলাদেশের সেইসব মানবাধিকার কর্মীরা যারা তসলিমার ব্যাপারটিকে অধিকারের জায়গা থেকে বিবেচনা করেন না কিন্তু খালেদা / হাসিনার মতো লুটেরারা দেশে ফিরলো কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয় হয়? তসলিমা নাকি বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছিলো যদিও তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়গুলো ধ্রুবতারার মতো সত্য ছিলো (প্রকাশভংগী নিয়ে যে কেউ বিতর্ক তুলতেই পারেন) তাই প্রায় একযুগ আগে তসলিমাকে দেশ ছাড়তে

বাধ্য করেছিলো একদল উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠি যাদেরকে আবার মদদ যুগিয়েছিলেন তৎকালীন শাষকগোষ্ঠি। আজকে সেইসব শাষকগোষ্ঠির যে হায়নার মতো রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যারা জনগনের ভাগ্যকে বাগিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছে পাপের পাহাড় তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোন অনুভূতিতে পরশ বুলিয়েছে সেটাও জানতে ইচ্ছে করছে কারন এই বর্বরদের দেশের মানুষ হজম করলো আর তসলিমা কি হজমের বাইরে? সবকিছুর পরেও, যদি ধরেই নেই তসলিমার অপরাধ ক্ষমাহীন তাহলেও বা তাকে দেশে যেতে দেয়া হবে না কেন? ফালু, বাবর, তারেক, বনরাজা, লিটু, ইত্যাদি জানোয়ারদের যদি দেশের মাটিতে জায়গা হয়, দেশবাসী যদি তাদেরকে ফাসির দড়িতে ঝোলায় তাহলে তসলিমারও বিচার হবে, সেও তার পাপের শাস্তি মেনে নেবে কিন্তু কেন তাকে পরবাসী হতে হবে? আক্ষরিক অর্থেই তত্বাবধায়ক সরকার পাহাড়সমান কাজে হাত দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও করতে হবে তাদেরকে এটাও প্রমান করতে হবে অনেকের ক্ষেত্রেই ভাতকাপড়ের চেয়ে অধিকারের প্রশ্নটি মৌলিক। তসলিমার সাক্ষাৎকারটি পড়ে প্রতিটি নিঃশ্বাসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না যদি বিদেশের মাটিতে স্বেচ্ছায় পড়ে না থাকতাম, নিজের সিদ্ধান্তে বিদেশে এসছি তবুও একমুহূর্তের জন্য দেশকে ভুলতে পারি না সেখানে একজন অনুভূতিপ্রবন লেখকের দীর্ঘশ্বাস কত লম্বা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের দায়িত্ব তসলিমাকে দেশে ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগকে তরান্বিত করা সেইসাথে আজকে টরোন্টো শহরে এই মেলা প্রাংগনে আমরা যারা একত্রিত হবো তারাও বিয়য়টিকে জোড়ালোভাবে ভাবতে পারি। কল্যানকর উদ্যোগই মানুষের মিলনমেলাকে সফল করে, **বাংলার মেলা** আয়োজন সার্থক হোক।

লুনা শীরিন, টরোন্টো, কানাডা

২৬ জুন, ২০০৭।